তারিখ 12 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

সমকাল

হাইকোর্টের নির্দেশ
বুয়েটের ৪ শিক্ষার্থী বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত স্থগিত

■ সমকাল প্রতিবেদক

শিক্ষককে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি শুভ্র জ্যোতি টীকাদার ও সাধারণ সম্পাদক আবু সাইদ কনকসহ চার শিক্ষার্থীকে বহিষ্কারের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের নেওয়া সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছেন হাইকোর্ট। পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ ও ল্যাব ব্যবহারসহ প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিচারপতি কাজী রেজা-উল হক ও বিচারপতি আবু তাহের মো. সাইফুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল সোমবার এক রিটের শুনানি নিয়ে রুলসহ এ আদেশ দেন। এদিকে, হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সন্ধ্যায় বৈঠকে বসেন বুয়েটের সিন্ডিকেট সদস্যরা। এ ছাড়া শুভ্র ও কনকের আজীবন বহিষ্কারাদেশ দ্রুত প্রত্যাহার ও জামায়াত নেতা কামারুজ্জামানের ফাঁসি নিয়ে বিরূপ মন্তব্যকারী শিক্ষক মো. জাহাঙ্গীর আলমের অপসারণ দাবিতে সকালে বুয়েট ক্যাম্পাসে গণসংহতি ও সমাবেশ করেছে শাখা ছাত্রলীগ। পাঁচ দফা দাবিতে কর্মসূচি দিয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। আগামীকাল সকাল ১০টায় বুয়েটের প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করবে সংগঠনটি।

গতকাল হাইকোর্টের রুলে চার শিক্ষার্থীর বহিষ্কারাদেশ কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়েছে। আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্টদের এ রুলের জবাব দিতে ■ পৃষ্ঠা ১৩ ; কলাম ৭

বুয়েটের ৪ শিক্ষার্থী বহিষ্কারের

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

বলা হয়েছে। অপর দুই শিক্ষার্থী হলেন– বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র প্রতীক দত্ত ও কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র গোলাম কাকলাইন রাতুল। এ দু'জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করে বুয়েট প্রশাসন।

আদালতে রিটকারীদের পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এম আমিন উদ্দিন। গত ১১ এপ্রিল রাতে যুদ্ধাপরাধী কামারুজ্জামানের ফাঁসি কার্যকর নিয়ে ফেসবুকে বিরূপ মন্তব্য করেন বুয়েটের সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. জাহাঙ্গীর আলম। পরদিন তার কাছে এ মন্তব্যের ব্যাখ্যা জানতে চান ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। পরে কয়েকজন শিক্ষার্থী তাকে লাঞ্ছিত করে মর্মে অভিযোগ করেন ওই শিক্ষক। এ নিয়ে গত ১৮ ও ১৯ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কমিটির এক জরুরি সভায় দোষী চার ছাত্রের বিরুদ্ধে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। চার শিক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হলে এর বিরুদ্ধে তারা হাইকোর্টে রিট করেন।

বুয়েটে ছাত্রলীগের গণসংহতি ও সমাবেশ : গতকাল সকালে বুয়েটের শহীদ মিনারের পাদদেশে শাখা ছাত্রলীগের গণসংহতি ও সমাবেশে শুভ্র ও কনকের বহিষ্কারাদেশ দ্রুত প্রত্যাহার এবং শিক্ষক জাহাঙ্গীর আলমের অপসারণ দাবি করা হয়। অন্যথায় অনির্দিষ্টকালের জন্য বুয়েট ক্যাম্পাস অবরুদ্ধ করে রাখার ঘোষণা দেওয়া হয়।

সমাবেশে সংহতি প্রকাশ করে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ বলেন, বুয়েটকে জঙ্গি ও রাজাকারমুক্ত করতে হবে। বুয়েটের শিক্ষকদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, বুয়েটের ছাত্রলীগ নেতা আরিফকে যখন জঙ্গিরা হত্যা করে, তখন আপনাদের কোনো কর্মসূচি আমরা দেখিনি। অথচ এখন রাজাকারদের মদদদাতাদের পক্ষ অবলম্বন করে শুভ্র ও কনককে বহিষ্কার করা হয়েছে, ক্লাসও বর্জন করা হয়েছে। সোহাগ বলেন, 'আপনারা যে আচরণ করছেন, এটা কোনো শিক্ষকের আচরণ নয়, দলীয় ক্যাডারদের আচরণ।'

ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম বলেন, যে কোনো মূল্যে আমরা দাবি আদায় করব।

সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জয়দেব নন্দী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান মোস্তাক, শারমিন সুলতানা লিলি, সাংগঠনিক সম্পাদক আফরিন নুসরাত, দপ্তর সম্পাদক শেখ রাসেল, ঢাবি ছাত্রলীগের সভাপতি মেহেদী হাসান মোল্লা, সাধারণ সম্পাদক ওমর শরীফ প্রমুখ। সমাবেশের সঙ্গে প্রকৌশল পরিষদ, কৃষিবিদ অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ছাত্রমৈত্রী, জাসদ ছাত্রলীগ, বাংলাদেশ ছাত্র সমিতিসহ ঢাকায় ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের হাজারো সদস্য সংহতি প্রকাশ করেন।

এদিকে বুয়েট প্রশাসনের প্রতি পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে ছাত্রলীগ। গতকাল সন্ধ্যায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। দাবি আদায়ে আগামীকাল সকাল ১০টায় বুয়েটের প্রশাসনিক ভবন ঘেরাও করবে সংগঠনটি।